প্রথম আলো
14 JUL 2025

ভারতের শুল্ক কমে হতে পারে ২০ শতাংশ

মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি

অর্থ বাণিজ্য ডেস্ক

অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি করতে কাজ করে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত। ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তির আওতায় ভারতের পণ্যে শুল্কের হার ২০ শতাংশের নিচে নামতে পারে। ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় সুবিধাজনক জায়গায় চলে যাবে ভারত।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা এমন পর্যায়ে আছে, যেখানে ভারত আশা করছে, গত সপ্তাহে ট্রাম্প যেভাবে ২২টি দেশকে চিঠি পাঠিয়ে শুল্কের হার জানিয়েছেন এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তা প্রকাশ করেছেন, ভারতের বেলায় তা হবে না। ভারত আশা করছে, বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়টি জনসমক্ষে প্রকাশিত হবে। ভারতের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের আলোচনা অনেকটা গোপনে হচ্ছে। তাই সূত্রগুলো নাম প্রকাশ না করার শর্তে ইকোনমিক টাইমসকে এসব তথ্য জানিয়েছে। অন্তর্বর্তী চুক্তি হলে উভয় পক্ষ চলমান আলোচনা অব্যাহত রাখার সুযোগ পাবে। সেই সঙ্গে বড় পরিসরের চুক্তির আগে ভারত অমীমাংসিত বিষয়গুলো নিষ্পত্তির সময় পাবে।

গত ২ এপ্রিল ট্রাম্প প্রথম যে পাল্টা শুল্ক ঘোষণা করেন, তখন ভারতের শুল্কহার নির্ধারণ করা হয় ২৬ শতাংশ। অন্তর্বর্তী চুক্তিতে তা ২০ শতাংশের নিচে নামলে ভারত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে। শুল্কহার শেষমেশ ২০ শতাংশের নিচে নামলে তা ভারতের কূটনীতিকদের সফলতা হিসেবেই বিবেচিত হবে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ ছাড়া চূড়ান্ত চুক্তির অংশ হিসেবে উভয় পক্ষের মধ্যে শুল্কহার নিয়ে আলোচনার পথ খোলা রাখার শর্তও থাকতে পারে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। তবে অন্তর্বর্তী চুক্তি ঠিক কখন ঘোষণা করা হবে, তা এখনো পরিষ্কার নয়।

অন্তর্বর্তী চুক্তি হয়ে গেলে ভারত সেই হাতে গোনা কয়েকটি দেশের কাতারে থাকবে, যারা ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে চুক্তি করতে পেরেছে। যাদের সঙ্গে চুক্তি আলোচনায় বিশেষ অগ্রগতি হয়নি, সেসব দেশের উদ্দেশে একের পর এক চিঠি দিয়ে যাচ্ছেন ট্রাম্প। এসব দেশের ওপর কিছু ক্ষেত্রে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এসব শুল্ক আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। এমনকিও কানাডাও আছে এই তালিকায়। দেশটির ওপর শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ শতাংশ।

শুল্কের বিষয়ে জানতে ইকোনমিক টাইমসের পক্ষ থেকে ভারতের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য চেয়ে ই-মেইল পাঠানো হলেও মন্ত্রণালয় তার কোনো জবাব দেয়নি। হোয়াইট হাউস ও মার্কিন বাণিজ্য দপ্তর থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে মন্তব্য পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতের চুক্তির শর্ত ভিয়েতনামের চেয়ে সুবিধাজনক হবে। ট্রাম্প জানিয়েছেন, ভিয়েতনামের পণ্যে ২০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু ভিয়েতনাম এ নিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়েছে এবং তা কমানোর চেষ্টা করছে। এর বাইরে কেবল যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করেছেন ট্রাম্প।

গত বৃহস্পতিবার এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, বেশির ভাগ বাণিজ্য অংশীদারের ওপর ১৫ থেকে ২০ শতাংশ হারে একক শুল্ক আরোপের কথা ভাবছেন, যদিও তাদের এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানানো হয়নি।

CamScanner

JUL 2025

বণিক বার্তা

ট্রাম্পের শুল্কনীতি

প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ওপর ঘোষিত শুল্কহার বেশি

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

তিন মাসের স্থগিতাদেশ শেষ হওয়ার আগেই ৭ জুলাই বাংলাদেশের ওপর ৩৫ শতাংশ রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ আরোপ করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভিয়েতনামের ক্ষেত্রে এ হার ২০ শতাংশ। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর দাবি দেশটির ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ হতে পারে ২০ শতাংশের কম। চীনের পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রেসিপ্রোকাল শুল্ক আগস্ট থেকে ৩৪ শতাংশ হারে আরোপ হতে পারে। তবে চীন ব্রিকসের সদস্য হওয়ায় এ শুল্কহার আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় শুল্কহার অনেক বেশি হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্য রফতানিকারকদের উদ্বেগ বাড়ছে। তারা বলছেন, শুল্ক পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়ায় তা না জানা পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না।

অর্থমূল্য বিবেচনায় বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া মোট পণ্যের ৮৭ শতাংশই তৈরি পোশাক। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে রফতানি হওয়া বাংলাদেশের প্রধান পণ্যগুলোর মধ্যে তৈরি পোশাক ছাড়া রয়েছে হেডগিয়ার, জুতা, অন্যান্য বস্ত্রপণ্য, পালক এবং পালক দ্বারা তৈরি সামগ্রী, চামড়াজাত পণ্য, মাছ, শস্যদানা, প্লাস্টিক পণ্য, আসবাব প্রভৃতি। এসব খাতসংশ্লিষ্টরা এখন বড় উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন। তবে স্বভাবতই দেশের পোশাক শিল্পোদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তা অন্যদের চেয়ে বেশি।

পোশাক খাতের উদ্যোক্তারা আগে থেকেই বলে আসছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ চারটি—চীন, ভিয়েতনাম, ভারত ও পাকিস্তান। বাংলাদেশের ওপর পাল্টা শুল্কের প্রভাব নির্ভর করছে প্রতিযোগী দেশগুলোর ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ হচ্ছে তার ওপর। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, মূল দুই প্রতিযোগী ভিয়েতনাম ও ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের ওপর আরোপিত শুল্কহার অনেক বেশি। ১ আগস্ট থেকে সেই হার কার্যকর হলে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প প্রতিযোগীদের সক্ষমতার তুলনায় অবধারিতভাবে অনেক পিছিয়ে পড়বে।

পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, বাংলাদেশের চেয়ে ভারত ও ভিয়েতনামের ওপর আরোপিত শুল্কহার যদি কম হয়, তাহলে বাংলাদেশ অবশ্যই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যুক্তরাষ্ট্রের চাহিদা অনুযায়ী ভিয়েতনাম, ভারত বা পাকিস্তান কতটা পণ্য সরবরাহ করতে পারবে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকের বাজারে সবচেয়ে বড় অংশ সরবরাহ করে চীন। নতুন ঘোষিত শুল্কহারে চীনের রফতানি অনেক কমে যাবে। এরপর রয়েছে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও ভারত। শুল্কের প্রভাবে চীনের পোশাক রফতানি যতটা কমতে পারে তা বাংলাদেশ, ভারত ও ভিয়েতনাম মিলেও সরবরাহ করতে পারবে কিনা সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সুবিধাজনক অবস্থান ধরে রাখা নিয়ে আশাবাদী থাকতে চাইছেন বাংলাদেশের পোশাক রফতানিকারকরা।

নিট পোশাক প্রস্তুত ও রফতানিকারকদের সংগঠন বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'পণ্যের চাহিদা থাকলেও ক্রেতারা রফতানিকারক দেশের ওপরে শুল্কের বোঝা চাপানোর চেষ্টা করবে, যা অনৈতিক। দিন শেষে ভুক্তভোগী হবেন ভোক্তা। আর মূল্য কমানোর চাপ বাড়বে রফতানিকারকের ওপর। ক্রেতাদের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেখা যাচ্ছে, পোশাক রফতানিকারকদের চলমান ক্রয়াদেশ থেকে জাহাজীকরণ হওয়ার অপেক্ষায় থাকা চালান স্থগিত করা হয়েছে।'

পোশাকসহ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারসংশ্লিষ্ট সব রফতানি খাতের উদ্যোক্তারাই উদ্বেগে রয়েছেন উল্লেখ করে বিকেএমইএর পাশাপাশি রফতানিকারকদের সংগঠন এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশেরও (ইএবি) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, 'আশার জায়গাটি হলো শুল্কের কারণে চীন থেকে অনেক ক্রয়াদেশ সরে আসতে পারে। আর সেগুলো সরবরাহ করার সক্ষমতা বিবেচনায় বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত সুবিধাজনক অবস্থানেই আছে। কিন্তু উদ্বেগ কাটছে না, কারণ দিন শেষে কী হতে যাচ্ছে তা এখনো পরিষ্কার নয়। পরিস্থিতি কেমন হতে যাচ্ছে সেটা বুঝতে এ মাসের শেষ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য বিভাগের অফিস অব টেক্সটাইলস অ্যান্ড অ্যাপারেলসের (ওটিইএক্সএ) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালে গোটা বিশ্ব থেকে যুক্তরাষ্ট্র পোশাক আমদানি করেছে ৭ হাজার ৯২৫ কোটি ৭৫ লাখ ৭০ হাজার ডলারের। এর ২০ দশমিক ৮২ শতাংশ সরবরাহ করেছে চীন। ভিয়েতনাম সরবরাহ করেছে ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ। বাংলাদেশ সরবরাহ করেছে ৯ দশমিক ২৬ শতাংশ। ভারত সরবরাহ করেছে ৫ দশমিক ৯১ শতাংশ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক ও সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) নির্বাহী পরিচালক ড. সেলিম রায়হান *বণিক বার্তা*কে বলেন, 'বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ—যেমন ভিয়েতনাম, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের ওপর কী হারে শুল্ক আরোপ হচ্ছে তা এখনো পরিষ্কার নয়। যদি দেখা যায় এ দেশগুলোর ওপর শুল্কহার অপেক্ষাকৃত কম, তাহলে বাংলাদেশ একটি গুরুতর প্রতিযোগিতামূলক অসুবিধার মুখোমুখি হবে। এর ফলে সরবরাহ চেইনভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ জটিল হয়ে পড়বে এবং বিদেশী ক্রেতা ও বিনিয়োগকারীদের আস্থা দুর্বল হবে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এ অনিশ্চয়তা যে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের অবস্থানকে দুর্বল করে দিতে পারে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

তিনি আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের আমদানিকারকরা খরচ কমাতে এবং ঝুঁকি এড়াতে সহজেই বিকল্প সরবরাহকারীদের দিকে ঝুঁকতে পারেন। বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি পোশাক শিল্পনির্ভর, এ একক খাতনির্ভরতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে।'

জানা গেছে, পোশাক খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে যারা ওভেন পোশাক রফতানি করেন তারা ট্রাম্পের শুল্ক কাঠামোর চেয়েও চুক্তিতে থাকা বাণিজ্যিক বিধিমালা

ঢাকা।

বণিক বার্তা
14 JUL 2025

নিয়ে বেশি শঙ্কিত। কারণ চুক্তির রুলস অব অরিজিনে মার্কিন বাজারে প্রবেশাধিকার পেতে পণ্যে ৪০ শতাংশ দেশীয় মূল্য সংযোজন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ শর্তের পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের রফতানিতে চীনা কাঁচামালের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ, যা মূলত চীনের অর্থনৈতিক প্রভাব মোকাবেলায় ওয়াশিংটনের বৃহত্তর কৌশলের অংশ। রুলস অব অরিজিনের শর্ত বাংলাদেশের ওভেন পোশাক রফতানিকারকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে।

বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা ৪০ শতাংশ পর্যন্ত স্থানীয় মূল্য সংযোজন সক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারব বলে মনে করছি। আর ভারত, ভিয়েতনাম কারো ওপরই শুল্কহার এখনো চূড়ান্ত হয়নি। এখন পর্যন্ত একটি দেশের সঙ্গেও চুক্তি হয়নি। ভিয়েতনাম সরকারও ২০ শতাংশ শুল্ক নিয়ে সন্তুষ্ট নয়। আমাদের উদ্বেগ আমরা জানিয়েছি। ভালো বিষয় হলো সরকার আমাদের সঙ্গে আলোচনা করতে শুরু করেছে। ভিয়েতনাম বা ভারতের চেয়ে ২ বা ৩ শতাংশ বেশি শুল্ক আরোপ হলে বাংলাদেশের জন্য "ওকে"। কিন্তু পার্থক্য ৩ বা ৫ শতাংশের বেশি হলে বাংলাদেশ থেকে ব্যবসা সরে যাবে। তবে সব ব্যবসা চলে যাবে এমনটা নয়। যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রফতানি থেকে যদি ৩ বিলিয়ন ডলারও কমে যায়, তাতেও বাংলাদেশের অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। যে কারখানাগুলো যুক্তরাষ্ট্রের বাজারের ওপর বেশি নির্ভরশীল তারা বিপদে পড়বে।'

পোশাক শিল্প মালিকরা জানিয়েছেন, বাংলাদেশ মূলত কম দামের পোশাকপণ্য বেশি প্রস্তুত করে। ভিয়েতনাম যদি যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে দেশটিতে ক্রয়াদেশ মূলত আসবে চীন থেকে। কারণ চীন বেশি দামের পোশাকপণ্য বেশি উৎপাদন করে। ফলে বাংলাদেশের সক্ষমতার যে ক্ষেত্র অর্থাৎ কম দামি পোশাক, সেটি হাতছাড়া হওয়ার কারণ নেই। সমস্যা হবে যদি বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা দেশের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তান থাকে। শিল্প মালিকরা বলছেন, ভিয়েতনাম ছাড়া বাকি তিনটি দেশ—চীন, ভারত ও পাকিস্তানের ওপর আরোপিত শুল্কহার যদি বাংলাদেশের কাছাকাছি হয়, তাহলে খুব বেশি শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। কারণ ভিয়েতনাম ও চীন থেকে স্থানান্তরিত ক্রয়াদেশের পর খুব বেশি জায়গা থাকবে না। ফলে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে বলে ধারণা করছেন পোশাক রফতানিকারকরা।

ভিয়েতনাম বাংলাদেশের উদ্বেগের কারণ নয় জানিয়ে পোশাক রফতানিকারকরা বলছেন, দেশটি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলতে পারবে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান বাংলাদেশের চেয়ে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকলে তারা বাংলাদেশের ৮০ শতাংশ ক্রয়াদেশের ওপর প্রভাব ফেলার ক্ষেত্র তৈরি করবে। এতে বাংলাদেশী পোশাকের দাম হয়তো কমে যাবে, কিন্তু পরিমাণের প্রবৃদ্ধি খুব কমবে না বলে আশা করছেন তারা। এখন ভারতের শুল্কহার বাংলাদেশের চেয়ে ৪ বা ৫ শতাংশ কম। পাকিস্তান সমান সমান আর চীনের শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। শুল্ক আরোপের পরও যদি এ অবস্থান অব্যাহত থাকে তাহলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশী পণ্যের প্রবৃদ্ধিও অব্যাহত থাকবে।

জানা গেছে, গতকালই সংশ্লিষ্ট রফতানিকারক, বাণিজ্য সংগঠনের নেতারা ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে সভার নোটিস দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। আজ বেলা ৩টায় অনুষ্ঠিতব্য 'রেসিপ্রোকাল ট্যারিফ এগ্রিমেন্ট' শীর্ষক ওই সভার আমন্ত্রণ পাওয়াদের মধ্যে রয়েছেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা, অর্থনীতিবিদ ও বাণিজ্য বিশেষজ্ঞরা।

বণিক বার্তা
14 JUL 2025

তুলা রফতানিতে অস্ট্রেলিয়া

রফতানি (বেল)

অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ তুলা রফতানিকারক দেশ। অস্ট্রেলিয়ার তুলা রফতানির প্রধান গন্তব্য দেশগুলোর মধ্যে চীন, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও বাংলাদেশ অন্যতম। উচ্চ মান, টেকসই চাষ পদ্ধতি ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের কারণে অন্যান্য দেশে অস্ট্রেলিয়ান তুলার চাহিদা ব্যাপক। তবে গত বছর দেশটি থেকে কৃষিপণ্যটির রফতানি আগের বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ২০ শতাংশ কমেছে। এ সময় মোট রফতানি নেমে এসেছে ৫৫ লাখ বেলে (প্রতি বেলে ৪৮০ পাউন্ড)। অভ্যন্তরীণ মজুদ কমে আসায় আগামী বছরও দেশটি থেকে রফতানি কিছুটা কমে আসতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

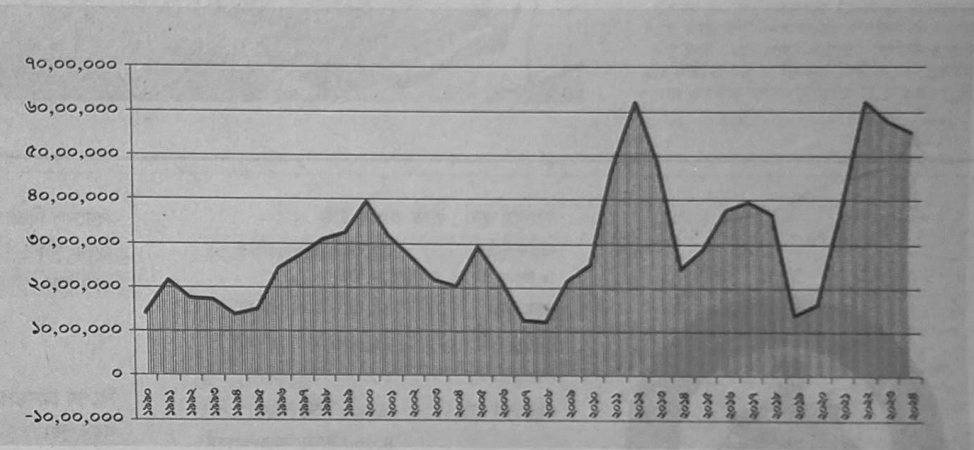

সাল	রফতানি (বেল)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯০	১৩,৭২,০০০	৪.০২%
১৯৯১	২১,১১,০০০	৫৩.৮৬%
১৯৯২	১৭,৩০,০০০	-১৮.০৫%
১৯৯৩	১৬,৮৯,০০০	-২.৩৭%
১৯৯৪	১৩,৫৯,০০০	-১৯.৫৪%
১৯৯৫	১৪,৬৩,০০০	৭.৬৫%
১৯৯৬	২৩,৮৩,০০০	৬২.৮৮%

সাল	রফতানি (বেল)	বৃদ্ধির হার (%)
১৯৯৭	২৭,১২,০০০	১৩.৮১%
১৯৯৮	৩০,৪০,০০০	১২.০৯%
১৯৯৯	৩২,১১,০০০	৫.৬২%
২০০০	৩৯,০৩,০০০	২১.৫৫%
২০০১	৩১,৩০,০০০	-১৯.৮১%
২০০২	২৬,৫৫,০০০	-১৫.১৮%
২০০৩	২১,৫৭,০০০	-১৮.৭৬%

সাল	রফতানি (বেল)	বৃদ্ধির হার (%)
২০০৪	১৯,৯৮,০০০	-৭.৩৭%
২০০৫	২৮,৮৪,০০০	৪৪.৩৪%
২০০৬	২১,২৯,০০০	-২৬.১৮%
২০০৭	১২,১৯,০০০	-৪২.৭৪%
২০০৮	১২,০১,০০০	-১.৪৮%
২০০৯	২১,১২,০০০	৭৫.৮৫%
২০১০	২৫,০০,০০০	১৮.৩৭%

সাল	রফতানি (বেল)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১১	৪৬,৪০,০০০	৮৫.৬০%
২০১২	৬১,৬৮,০০০	৩২.৯৩%
২০১৩	৪৮,৫২,০০০	-২১.৩৪%
২০১৪	২৪,০৪,০০০	-৫০.৪৫%
২০১৫	২৮,২৮,০০০	১৭.৬৪%
২০১৬	৩৭,৩১,০০০	৩১.৯৩%
২০১৭	৩৯,১৫,০০০	৪.৯৩%

সাল	রফতানি (বেল)	বৃদ্ধির হার (%)
২০১৮	৩৬,৩২,০০০	-৭.২৩%
২০১৯	১৩,৫৯,০০০	-৬২.৫৮%
২০২০	১৫,৮১,০০০	১৬.৩৪%
২০২১	৩৫,৭১,০০০	১২৫.৮৭%
২০২২	৬১,৮৬,০০০	৭৩.২৩%
২০২৩	৫৭,৪১,০০০	-৭.১৯%
২০২৪	৫৫,০০,০০০	-৪.২০%

সূত্র: ইনডেক্স মুন্ডি

বণিক বার্তা

14 JUL 2025

চাহিদা মন্দায় এশিয়ার দেশগুলোয় চাল বাণিজ্যে এখনো ধীরগতি

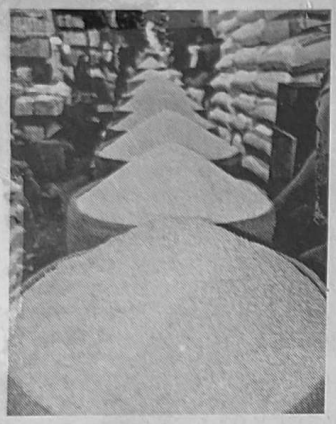

ভারতের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সেদ্ধ চালের দাম গত সপ্তাহে ছিল টনপ্রতি ৩৮০-৩৮৫ ডলার। আগের সপ্তাহে দেশটিতে প্রতি টন চাল ৩৮২-৩৮৭ ডলারে বেচাকেনা হয়েছে। এছাড়া গত সপ্তাহে ভারতে ৫ শতাংশ খুদযুক্ত আতপ চালের রফতানি মূল্য ছিল টনপ্রতি ৩৭৪-৩৮০ ডলার

বণিক বার্তা ডেস্ক ■

এশিয়ার চালের বাজারে আমদানি-রফতানিতে গত সপ্তাহেও ধীরগতি অব্যাহত ছিল। এ সময় ভারতে খাদ্যশস্যটির দাম আগের তুলনায় কমলেও থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে স্থিতিশীল ছিল। খাতসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বাজারে ক্রেতা দেশগুলোর চাহিদা কম থাকায় সামগ্রিক বাণিজ্য কার্যক্রমে স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। খবর রয়টার্স ও হেলেনিক শিপিং নিউজ।

ভারতের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত সেদ্ধ চালের দাম গত সপ্তাহে ছিল টনপ্রতি ৩৮০-৩৮৫ ডলার। আগের সপ্তাহে দেশটিতে প্রতি টন চাল ৩৮২-৩৮৭ ডলারে বেচাকেনা হয়েছে। এছাড়া গত সপ্তাহে ভারতে ৫ শতাংশ খুদযুক্ত আতপ চালের রফতানি মূল্য ছিল টনপ্রতি ৩৭৪-৩৮০ ডলার।

একটি বৈশ্বিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নয়া দিল্লিভিত্তিক এক ব্যবসায়ী বলেন, 'মূল রফতানিকারক দেশগুলোয় দাম কমতে থাকায় ক্রেতা দেশগুলো আমদানি স্থগিত রেখেছেন।'

থাইল্যান্ডের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চালের দাম গত সপ্তাহে টনপ্রতি ৩৮০ ডলারে স্থিতিশীল ছিল। ব্যাংককের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'ক্রেতার সংখ্যা খুবই কম। নতুন মৌসুমের ধান বাজারে এলে আগস্টের শুরুতে দাম আরো কমে যেতে পারে।'

এদিকে ভিয়েতনামের ৫ শতাংশ খুদযুক্ত চালের দরও টনপ্রতি ৩৮২ ডলারে স্থিতিশীল রয়েছে। হো চি মিন সিটির এক ব্যবসায়ী জানান, 'নতুন কোনো আমদানি চুক্তি হচ্ছে না। চাহিদায় উল্লেখযোগ্য কোনো অগ্রগতি নেই।'

সরকারি তথ্যানুযায়ী, জুনে ভিয়েতনামের চাল রফতানি আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১ দশমিক ৯ শতাংশ বেড়ে ৫ লাখ ২৬ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। বছরের প্রথমার্ধে দেশটির মোট রফতানির পরিমাণ ছিল ৪৭ লাখ ৩০ হাজার টন।

এদিকে চলতি বছরের প্রথমার্ধে ইন্দোনেশিয়ায় চাল রফতানি কমে যাওয়ায় ভিয়েতনাম শিগগিরই দেশটির সঙ্গে নতুন একটি চাল বাণিজ্য চুক্তি করতে যাচ্ছে বলে দেশটির সরকার জানিয়েছে।

CamScanner

The Financial Express

14 JUL 2025

EU ready to retaliate in tariff fight with US

The European Union said on Saturday it was ready to retaliate to defend its interests if the United States pressed ahead with imposing a 30% tariff on European goods from August 1, reports Reuters.

US President Donald Trump latest salvo surprised the bloc, the United States' largest trading partner, which had hoped to avoid an escalating trade war after intense negotiations and increasingly warm words from the White House.

Ursula von der Leyen, head of the EU executive which handles trade policy for the 27 member states, said the bloc was ready to keep working towards an agreement before August 1, but was willing to stand firm.

"We will take all necessary steps to safeguard EU interests, including the adoption of proportionate countermeasures if required," she said of possible retaliatory tariffs on US goods entering Europe.

EU ambassadors were due to discuss next steps on Sunday, before trade ministers meet in Brussels on Monday for an extraordinary meeting. They will need to decide whether to impose tariffs on 21 billion euros of US imports in retaliation against separate US tariffs against steel and aluminium, or extend a suspension which lasts until the end of Monday.

CamScanner

The Business Standard 14 JUL 2025

From fuels to fruits, imports slump on depressed demand

IMPORT – CHATTOGRAM

SHAHADAT HOSSAIN CHOWDHURY

Imports of some of Bangladesh's highest revenue-generating goods – from diesel and furnace oil to clinker and fruits – dropped significantly in the just-concluded fiscal year 2024-25, according to Chattogram Custom House data.

This is more than a statistical blip. It is a symptom of underlying economic distress.

Chattogram port, which handles nearly 90% of the country's imports, saw not only a decline in consumables but also in capital machinery, iron, steel, and other base metals – items essential for production, infrastructure development, and future investments.

Industry insiders point to depressed demand, soaring letters of credit (LC) margins, elevated duties, and a prolonged dollar crisis that continues to dent business confidence.

This decline comes even as Chattogram Custom House reported record revenue of Tk75,432 crore in FY25, up from Tk68,755 crore in the previous year.

But behind the numbers lies a telling shift: growth is coming less from import volumes and more from higher duties imposed on fewer goods.

Moinul Islam, former president of the Bangladesh Economic Association and former professor of economics at the University of Chittagong, said the growth rate of the economy has not increased. As a result, imports of fuel oil, clinker and fruit have declined.

"There are several other factors as well. However, if imports are falling because of a slump in investment, that is not a good sign," he told The Business Standard.

Dollar crisis, policy pressures stall fuel imports

Bangladesh imports several fuel products including high-speed diesel, furnace oil, petroleum oils, and oils from bituminous minerals or crude.

These fuels are vital for electricity generation, fertiliser production, transport, and agriculture. Most imports are handled by the Bangladesh Petroleum Corporation (BPC).

In FY25, diesel imports dropped 21.65%, furnace oil by 10.22%, and petroleum oils by 16.75%, compared to the previous fiscal year.

According to BPC sources, the decline stems from several factors: captive power plants shutting down, increased use of liquefied natural gas in transport, falling demand, and the taka's depreciation.

BPC officials, speaking on condition of anonymity, also cited reduced fuel consumption and dollar scarcity. At the beginning of FY25, banks were unable to meet BPC's dollar needs, delaying payments to suppliers and straining relations with foreign oil companies.

High-speed diesel was the single largest source of I SEE PAGE 2 COL 4

CamScanner

The Business Standard

14 JUL 2025

customs revenue in Chattogram. In FY25, diesel imports fell to 27.94 lakh tonnes from 35.67 lakh tonnes a year earlier – a drop of 7.72 lakh tonnes or 21.65%. Moni Lal Das, general manager (trade and operations) at BPC, said private firms are now also importing diesel.

"Some petrochemical companies are supplying fuel oil as a by-product of raw materials. For example, Bashundhara Group's bitumen plant provides about 20% diesel as a by-product from crude bitumen." Furnace oil, another top customs revenue earner in FY25, saw imports fall to 18.80 lakh tonnes from 20.95 lakh tonnes – a decline of 10.22%.

Petroleum oil ranked fourth in terms of revenue. In FY25, imports stood at 14.19 lakh tonnes, down from 17.05 lakh tonnes – a drop of 2.86 lakh tonnes or 16.75%.

Clicker imports reflect construction slowdown

Clinker – the essential raw material for cement production – also declined by 2.48% year-on-year, from 1,658 lakh tonnes in FY24 to 1,617 lakh tonnes in FY25.

Though the percentage drop seems modest, it signals a broader slowdown in construction and public works. Clinker ranked third among import items in terms of revenue contribution.

Amirul Haque, president of the Bangladesh Cement Manufacturers Association and managing director of Premier Cement, said, "After the recent change in the political landscape, mega infrastructure projects have lost momentum, and many large contractors have gone into hiding. As a result, clinker imports have declined.

"Around 5% of what was imported remains unused."

Fruit imports suffer as tariffs rise

Fruits such as apples and mandarins – both key revenue-generating imports – saw steep declines in FY25 as aggressive tariffs and LC restrictions took hold.

Apple imports fell 11.27%, while mandarins plunged 22.76%. Importers blame the government's decision to categorise fruits as luxury goods, triggering sharp hikes in supplementary duties and pushing LC margins to 100%.

"These are essential for nutrition, not luxuries," said Sirajul Islam, president of the Bangladesh Fresh Fruits Importers Association. "We now pay Tk105.80 in duty per kilo of apples, up from Tk90. Duties on mandarins and pears have increased by more than Tk15 per kilo, and for grapes by Tk24," he added.

He mentioned that many small and medium-sized traders have already exited the market, unable to operate under such restrictive conditions.

Apples ranked fifth among import items by volume at Chattogram, with FY25 imports dropping to 1.39 lakh tonnes from 1.57 lakh tonnes the year before.

Mandarins, which ranked 15th in revenue contribution, fell to 53,220 tonnes from 68,907 tonnes – a year-on-year drop of 22.76%. In terms of assessed value, total apple imports declined by 35.84%.

These declines also reflect weakening consumer purchasing power, with Bangladesh's inflation rate hovering above 9% for more than two years.

Iron and steel

According to Bangladesh Bank data, imports of iron, steel, and other base materials – vital for industrial growth – stood at $4.75 billion between July 2024 and April 2025, marking a 4.4% decline year-on-year.

Over the same period, capital machinery imports fell even more sharply, dropping 22% to $2.4 billion.

CamScanner